চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২৩.০৫.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শিশুদের নিরাপত্তায় ডে কেয়ার সেন্টার করার ঘোষণা দিলেন মেয়র ডা. শাহাদাত

শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চট্টগ্রামে ডে কেয়ার সেন্টার নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার সকালে নগরীর বাকলিয়ায় ধর্ষণচেষ্টার শিকার আহত শিশুটির খোঁজ নিতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ ঘোষণা দেন। এসময় তিনি শিশুটির স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন এবং চিকিৎসকদের কাছ থেকে তার চিকিৎসার সার্বিক খোঁজখবর নেন। পরিদর্শনকালে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন এবং দায়িত্বরত চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি জানান, একই ধরনের একাধিক ঘটনার তথ্য তাকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছে। বিশেষ করে সম্প্রতি বাইজিদ ও চান্দগাঁও এলাকায় সংঘটিত

দুই শিশুর ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ভুক্তভোগী শিশুদের বয়স সাড়ে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে এবং তাদের মায়েরা গার্মেন্টস কর্মী এবং বাবা রিকশা চালক। অর্থ্যাৎ, আর্থিক সঙ্কটে তাদেরকে সন্তানকে রেখে বাহিরে থাকতে হচ্ছে।মেয়র বলেন, “আমি আজ তিনজন মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনজনই গার্মেন্টস শ্রমিক। তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেন, অথচ বাসায় ছোট শিশুদের দেখাশোনার মতো কেউ থাকে না। এই সুযোগে কিছু বিকৃত মানসিকতার মানুষ শিশুদের প্রলোভন দেখিয়ে নির্যাতনের শিকার করছে। এটি শুধু একটি অপরাধ নয়, এটি আমাদের সমাজের ভয়াবহ নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি।”

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে একটি ডে কেয়ার সেন্টার নির্মাণ করার ঘোষণা দিয়ে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের শ্রমজীবী পরিবারের ছোট শিশুদের জন্য আমরা একটি আধুনিক ডে কেয়ার সেন্টার করবো। আমি ইতোমধ্যে জায়গা খুঁজছি। ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুত এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।গার্মেন্টসকর্মীদের সন্তানদের সুরক্ষায় গার্মেন্টস মালিকদের ডে কেয়ার সেন্টার চালু করার আহবান জানিয়ে মেয়র বলেন, দেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টস খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যারা এই খাতকে শ্রম দিয়ে সমৃদ্ধ করছে, তাদের সন্তানরা যদি নিরাপদ না থাকে, তাহলে সেটি রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। তিনি গার্মেন্টস মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, “আপনারা কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন। আপনাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ডে কেয়ার সেন্টার করা কোনো কঠিন কাজ নয়। সেখানে শিশুদের জন্য খেলাধুলা, শিক্ষা, খাবার ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।”মেয়র আরও বলেন, চমেকের ওসিসি কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্যমতে গত আট বছরে ১২ বছরের নিচে অন্তত ৪২২ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়ে সেখানে চিকিৎসা নিয়েছে। এর বাইরেও লজ্জা ও সামাজিক সংকোচের কারণে অসংখ্য ঘটনা প্রকাশ পায় না বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, “শুধু টাকা উপার্জন করলেই হবে না। সমাজের প্রতিটি মানুষের দায়বদ্ধতা রয়েছে। ছোট ছোট শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং শিল্পমালিক—সবাইকে একসাথে এগিয়ে আসতে হবে। আমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থমন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি গার্মেন্টসের অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্টসের আওতায় আনা হয় এটা যেন বাধ্যতামূলক করা হয় যে তাদেরকে ডে কেয়ার সেন্টার করতে হবে। গত বছর বর্ষাকালে হালিশহরে গার্মেন্টস কর্মীর তিন বছরের শিশু ড্রেনে পড়ে মারা যায়। কারণ তখন তাকে দেখার কেউ ছিল না। এ ধরনের ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ডে কেয়ার সেন্টার এখন সময়ের দাবি।”শিশুদের একা বাইরে না পাঠাতে এবং দোকানে ছোট শিশুদের পাঠানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দোকানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করা অপরাধীরা শিশুদের টার্গেট করছে। তাই অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে। আইন সংশোধনের দাবিও জানান মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, “যারা নিষ্পাপ শিশুদের ওপর এ ধরনের পাশবিক নির্যাতন চালায়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। দ্রুত বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন অপরাধ করার সাহস না পায়। তাদেরকে জনসম্মুখে ফাঁসিতে ঝুলাতে হবে যাতে করে এই ধরনের সাহস আর কেউ না পায়। এই ধরনের আইন দ্রুত প্রণয়ন করে এবং এগুলো দ্রুত বিচারের আওতায় এনে সাত দিনের মধ্যে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।”

বিদ্যানন্দের "১ টাকায় কুরবানির বাজার"

“দান নয়, সম্মানের অধিকার”— এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন আয়োজন করেছে ‘১ টাকায় কুরবানির বাজার’। যে বাজার থেকে আজ চট্টগ্রাম নগরীর ৫ শতাধিক ছিন্নমূল দরিদ্র পরিবার মাত্র ১ টাকা নামমাত্র মুল্যে খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করেছেন। প্রতি পরিবার

কমপক্ষে ৬০০-৭০০ টাকার বাজার পেয়েছেন। আজ সকাল ১১ টায় গরীবের এই সুপারশপ উদ্বোধন করেছেন সিটি মেয়র ডা: শাহাদাত হোসেন। সরেজমিনে দেখা যায়, চাল,ডাল,চিনি,,সুজি,ডিম,তেল,কাপড়,ব্যাগ সহ প্রায় ১৭ রকমের পণ্য দিয়ে সাজানো হয়েছিল একটা সুপারশপ। যেখানে মাত্র ১ টাকা দিয়ে ১কেজি চাল যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনি পাওয়া যাচ্ছে ১ টাকায় ১ কেজি সুজি, ৩ টাকায় ১ লি: তেল কিংবা ১ টাকায় ৪ প্যাকেট নুডলস। প্রতি পরিবার ১০ টাকার ডামি কয়েন দিয়ে ৭০০ টাকার মতো পণ্যসামগ্রী নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিনতে পারছেন। মানবতার কল্যাণে নিরলস কাজ করে যাওয়া স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন অভাবী মানুষের কাছে এবারের ঈদকে আরও অর্থবহ করে তুলতে এই আয়োজন করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এখানে গ্রহীতারা নিজের পছন্দ অনুযায়ী, স্বাধীনভাবে এবং সর্বোচ্চ সম্মানের সাথে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নির্বাচন করতে পারছেন।মেয়র ডা: শাহাদাত হোসেন তার বক্তব্যে বলেন "দরিদ্র মানুষদের নাগরিক সম্মান অক্ষুন্ন রেখে সাহায্য করার যে অভিনব পদ্ধতি বিদ্যানন্দ চালু করেছে সেটার জন্য তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। একইসাথে অর্থনৈতিক মন্দার এই সময়ে ঈদ পালন করার জন্য তারা যে অভাবী মানুষের পাশে নামমাত্র মুল্যে খাদ্যসামগ্রী ও নতুন কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়েছে সেটার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করছি বিদ্যানন্দের এই যাত্রা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে"আয়োজকরা বলেন "এই আয়োজন শুধু সহায়তা নয়, বরং সম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষার এক অনন্য প্রচেষ্টা। বিদ্যানন্দ বিশ্বাস করে, সাহায্য এমন হওয়া উচিত যেখানে গ্রহীতার মর্যাদা অটুট থাকে এবং তারা নিজেকে সমাজের একজন সম্মানিত অংশ হিসেবে অনুভব করতে পারেন।বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের বোর্ড মেম্বার জামাল উদ্দিন বলেন,"আমরা চাই না কেউ সাহায্য নিতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করুক। ঈদ সবার জন্য আনন্দের—এই আনন্দ যেন সম্মানের সাথে প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছায়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।"এই উদ্যোগ সমাজের বিত্তবানদের জন্যও একটি ইতিবাচক বার্তা বহন করে—সহযোগিতা শুধু দান নয়, এটি সম্মান ও ভালোবাসা পৌঁছে দেওয়ার একটি মাধ্যম। বিদ্যানন্দ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এই মানবিক উদ্যোগে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে, যাতে একসাথে আমরা একটি সহমর্মী ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

চসিক জাতীয়তাবাদী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠানে ডা. শাহাদাত হোসেন
শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় চসিককে স্বাবলম্বী করার বিকল্প নেই

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে যদি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে স্বাবলম্বী করতে পারি, তাহলে শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, চাকরি স্থায়ীকরণ, রাস্তা ড্রেন উন্নয়নসহ সব সেবামূলক কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।শনিবার (২৩ মে) বিকেলে নগরীর লালদীঘিস্থ চসিক পাবলিক লাইব্রেরি হলরুমে চসিক জাতীয়তাবাদী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজি: নং-চট্ট-২১) আয়োজিত নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।তিনি বলেন, আমি দায়িত্ব নেওয়ার সময় চসিক প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার দেনায় জর্জরিত ছিল। কিন্তু সবার সহযোগিতা ও মহান আল্লাহর রহমতে ইতোমধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকার দেনা পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমরা নিয়মিতভাবে ঠিকাদারদের পাওনা পরিশোধের চেষ্টা করছি।তিনি জানান, চট্টগ্রাম বন্দরের কাছ থেকে আইনানুগ হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে চসিক কঠোর অবস্থানে রয়েছে। পূর্বে যেখানে মাত্র ৪৫ কোটি টাকা কর নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেখানে নতুন মূল্যায়নের মাধ্যমে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ২৬৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।মেয়র আরও বলেন, বন্দরের ভারী যানবাহন প্রতিনিয়ত চসিকের সড়ক ব্যবহার করছে। এতে বছরে অতিরিক্ত ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকার রাস্তা সংস্কার ব্যয় বহন করতে হয়। আমি কোনো ক্ষতিপূরণ চাই না, শুধু চসিকের ন্যায্য কর আদায় নিশ্চিত করতে চাই।
শ্রমিক কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চসিকের ইতিহাসে ১ হাজার ৫৫৭ জনকে স্থায়ী করার উদ্যোগ একটি সাহসী পদক্ষেপ। ধীরে ধীরে সবাইকে স্থায়ী করা হবে। এটি আপনাদের অধিকার।ডোর টু ডোর পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের প্রসঙ্গ তুলে মেয়র বলেন, যারা রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে নগর পরিষ্কার রাখছেন, তাদের জন্য বর্ষাকালে রেইনকোটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শ্রমিকদের কল্যাণে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।তিনি আরও বলেন, গত ঈদুল ফিতরেপ্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য ১ কোটি ৬৩ লাখ টাকার সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। এবার ঈদুল আজহায়ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১ কোটি ৬৩ লাখ টাকার সহায়তা দিয়েছেন। এছাড়া শ্রমিকদের আবাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে ৮০ কোটি টাকার সহায়তা চাওয়া হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অনুমোদন দিয়েছেন।চসিকের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসঙ্গ তুলে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ৭৮টি স্কুল, ২৮টি কলেজ, একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২০০টির বেশি মাদরাসা রয়েছে। শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনসহ শিক্ষা খাতে বছরে প্রায় ৯৬ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়। তবে এটিকে আমরা ব্যয় নয়, আগামী প্রজন্মের জন্য বিনিয়োগ হিসেবে দেখি।তিনি জানান, চসিক পরিচালিত প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সাতটি বিষয়ে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন করেছে।নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি মামুনুর রশীদ মামুনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলাউদ্দীন ও সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আনু মিয়া বাবুলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রম সম্পাদক এ এম নাজিম উদ্দীন, বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর, বিভাগীয় শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ নুরুল্লাহ বাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম মজুমদার, প্রচার সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিকী। বক্তব্য রাখেন কোতোয়ালি থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব জাকির হোসেন, নবনির্বাচিত কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি জাফর আহমেদ, সহ সভাপতি মন্জু মিয়া, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক সবুর খান মাসুম, সহ সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, প্রচার সম্পাদক মীর হারুন, দপ্তর সম্পাদক কাজী আহসান হাবীব, অর্থ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক সোহেল উদ্দিন, শ্রম সম্পাদক রমিজুল হাসান, মহিলা সম্পাদক রোকসানা আক্তার, কার্যকরী সদস্য হাসান ওসমান লিটন, আরিফ হোসেন, মাহাবুবুর রহমান প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮